যুগান্তর

তারিখ 18 MAR 2009
পৃষ্ঠা ২৯ কলাম ৪

যুগান্তর

লালমনিরহাটের মহেন্দ্রনগর কলেজে মঙ্গলবার সন্ত্রাসী হামলায় আহত শিক্ষক আঘাতের চিহ্ন দেখাচ্ছেন ও আহত অধ্যক্ষ এনামুল হক (উপরে); আহত দুই শিক্ষক

লালমনিরহাটে ছাত্রলীগ যুবলীগ ক্যাডারদের কলেজ দখল

অধ্যক্ষসহ ৫ শিক্ষক আহত

লালমনিরহাট প্রতিনিধি

মঙ্গলবার সকালে লালমনিরহাট সদর উপজেলার মহেন্দ নগর কলেজে ছাত্রলীগ-যুবলীগের ২০/২৫ জন ক্যাডার সশস্ত্র হামলা চালিয়ে কলেজ অধ্যক্ষ এনামুল হক, প্রভাষক একরামুল হক, রফিকুল ইসলাম, প্রভাষিকা প্রভাতী রানী ও সাহেরা খাতুনকে গুরুতর আহত করে কলেজটি দখল করে নিয়েছে। আহত অধ্যক্ষসহ তিন শিক্ষককে সদর হাসপাতালে এবং শিক্ষিকা দু'জন তাদের বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন। প্রাণভয়ে কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারীরা

দখল : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

দখল : লালমনিরহাটে

কলেজ ছেড়ে চলে গেছেন। বর্তমানে কলেজটি আক্রমণকারীদের দখলে রয়েছে। হামলা ও দখলের ঘটনার পর দুপুরে লালমনিরহাটের ওই কলেজের শিক্ষার্থীরা সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল করেছে। শিক্ষকদের ওপর হামলাকারীদের শাস্তি দাবি ও কলেজের শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। বর্তমানে এ এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

প্রত্যক্ষদর্শী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কলেজ অধ্যক্ষ এনামুল হক যুগান্তরকে বলেন, ২০০৪ সাল থেকে তিনি এ কলেজের বৈধ অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কলেজের ফলাফলও সন্তোষজনক। এইচএসসি পর্যন্ত এ কলেজটির পরিচালনা কমিটি দখলসহ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ-বাণিজ্য করার জন্য মহেন্দ্রনগরের শফিয়ার রহমানের ছেলে সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ওমর ফারুক ও তার দলীয় লোকজন অধ্যক্ষকে চাপ দিতে থাকে। এতে রাজি না হওয়ায় মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ওমর ফারুক, শাকিল ও রানার নেতৃত্বে ২০/২৫ জন ছোরা, বল্লম, রাম দা, লাঠিসোটা নিয়ে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে হামলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা অধ্যক্ষকে বেদম মারধর করলে তার একটি হাত ভেঙে যায় ও মাথা ফেটে যায়। অধ্যক্ষকে বাঁচাতে কয়েকজন শিক্ষক এগিয়ে এলে তাদেরও সন্ত্রাসীরা হামলা করে। এ সময় প্রাণভয়ে ছাত্রছাত্রীরা দ্রুত কলেজ ত্যাগ করে। খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও কলেজে অবস্থানরত সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান।